ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

ক বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্ন

উসূলুল বাজদাবী : আল কিয়াস

২৯. কিয়াস (তুলনা)-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? শরীয়তের মাসআলা প্রমাণের ক্ষেত্রে কিয়াসের গুরুত্ব ও ভূমিকা সবিস্তারে বিশ্লেষণ কর। (ما هو التعريف الشرعي للقياس؟ وحلل بالتفصيل أهمية ودور القياس في إثبات المسائل الشرعية)
৩০. কিয়াসের আরকান (মৌলিক অংশগুলো) কী কী? প্রতিটি রুকন সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে ব্যাখ্যা কর। (ما هي أركان القياس؟ واشرح الشروط اللازمة لصحة كل ركن على ضوء كتاب البزدوي)
৩১. কিয়াসের প্রমাণ ও দলীল কী? যে সকল ইমাম কিয়াসকে শরীয়তের দলীল হিসেবে মানেন না, তাদের যুক্তি খণ্ডনের পদ্ধতি আল-বাজদাবী কীভাবে অবলম্বন করেছেন? (ما هو دليل وإثبات القياس؟ وكيف اعتمد البزدوي منهج دحض حجج الأئمة الذين لا يعتبرون القياس دليلا شرعيا؟)
৩২. কিয়াসের প্রকারভেদগুলো সবিস্তারে আলোচনা কর। কিয়াসুল জালি (প্রকাশ্য কিয়াস) এবং কিয়াসুল খফি (অপ্রকাশ্য কিয়াস)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ناقش بالتفصيل أنواع القياس - وما هو الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟)
৩৩. কিয়াসের জন্য “ইল্লত” (কারণ)-এর ভূমিকা কী? ইল্লত আবিষ্কারের (ইস্তিনবাতুল ইল্লা) পদ্ধতি ও এর প্রকারভেদগুলো ব্যাখ্যা কর। (ما هو دور "العلة" للقياس؟ واشرح طريقة "إستنباط العلة" وأنواعها")
৩৪. কিয়াস কখন “ফাসিদ” (ত্রুটিপূর্ণ) বলে গণ্য হয়? আল-বাজদাবীর কিতাবে কিয়াসের ত্রুটি (মুফসিদাতুল কিয়াস) নিয়ে কী আলোচনা করা হয়েছে? (متى يعتبر القياس "فاسدا"؟ وما هي المناقشة حول "مفسدات القياس" في كتاب البزدوي؟)

৩৫. কিয়াসের ক্ষেত্রে ইজমার প্রাধান্য কতটুকু? কিয়াস ও ইজমার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে? (ما هو مدى أولوية الإجماع على القياس؟ وإذا وقع تعارض بين القياس والإجماع، فأيهما يقدم؟)

২৯. কিয়াস (তুলনা)-এর শরয়ী সংজ্ঞা কী? শরীয়তের মাসআলা প্রমাণের ক্ষেত্রে কিয়াসের গুরুত্ব ও ভূমিকা সবিস্তারে বিশ্লেষণ কর।

(ما هو التعريف الشرعي للقياس؟ وحلل بالتفصيل أهمية ودور القياس في إثبات المسائل الشرعية)

ভূমিকা:

ইসলামি শরীয়তের চতুর্থ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো 'আল-কিয়াস'। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার পর কিয়াসের স্থান। মানবজীবনের সমস্যা অসীম, কিন্তু শরীয়তের মূল নস (কুরআন ও হাদিসের বাণী) সসীম। এই অসীম সমস্যার সমাধান সসীম নসের মাধ্যমে বের করার একমাত্র মাধ্যম হলো কিয়াস। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) কিয়াসকে শরীয়তের আহকাম বা বিধান প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কিয়াসের সংজ্ঞা (تعريف القياس):

১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):

'কিয়াস' শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো পরিমাপ করা (التقدير) এবং তুলনা করা (المساواة)। যেমন বলা হয়, "قِسْتُ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ" (আমি এক জুতাকে অন্য জুতার সাথে পরিমাপ বা তুলনা করলাম)।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي):

উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়:

"تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ لِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ بَيْنَهُمَا"

(অর্থ: মূল বিষয় (আসল) এবং নতুন বিষয় (ফার')-এর মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন কারণের (ইল্লত) ভিত্তিতে মূল বিষয়ের হুকুম বা বিধানকে নতুন বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা।)

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.)-এর মতে:

তিনি কিয়াসকে কোনো নতুন বিধান প্রবর্তক মনে করেন না, বরং লুকায়িত বিধান প্রকাশকারী মনে করেন। তাঁর ভাষায়, "আল-কিয়াসু মাজহারুন লা মুসবিতুন" (কিয়াস বিধান প্রকাশকারী, বিধান সাব্যস্তকারী নয়)।

কিয়াসের গুরুত্ব ও ভূমিকা (أهمية ودور القياس):

১. নতুন সমস্যার সমাধান:

সময়ের বিবর্তনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা (যেমন—ডিজিটাল মুদ্রা, টেস্ট টিউব বেবি, আধুনিক মাদকদ্রব্য) সৃষ্টি হচ্ছে। কুরআন ও হাদিসে এগুলোর নাম ধরে হুকুম নেই। কিয়াসের মাধ্যমে মুজতাহিদগণ এগুলোর বিধান বের করেন।

- **উদাহরণ:** কুরআনে 'খামর' (মদ) হারাম বলা হয়েছে কারণ এতে 'নেশা' (ইসকার) আছে। বর্তমানে 'হিরোইন' বা 'ইয়াবা' নতুন মাদক। কিয়াসের মাধ্যমে এগুলোকেও মদের মতো হারাম করা হয়েছে, কারণ এতেও 'নেশা' আছে।

২. শরীয়তের ব্যাপকতা প্রমাণ:

কিয়াস প্রমাণ করে যে, ইসলামি শরীয়ত সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো সমস্যা আসবে না, যার সমাধান শরীয়তে নেই। কিয়াস সেই সুপ্ত সমাধানকে বের করে আনে।

৩. নসের (Text) অসম্পূর্ণতা পূরণ:

নস বা টেক্সট সীমিত, কিন্তু ঘটনা প্রবাহ অসীম। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, কিয়াস সীমিত নস এবং অসীম ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

৪. আমল করা ওয়াজিব:

হানাফি মাযহাব মতে, সঠিক কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত বিধানের ওপর আমল করা ওয়াজিব। এটি অস্বীকার করা যদিও কুফরি নয় (কারণ এটি যন্নী দলিল), তবে বিনা কারণে বর্জন করা গুমরাহী।

উপসংহার:

কিয়াস কোনো মনগড়া যুক্তি নয়। এটি কুরআন ও সুন্নাহরই নির্যাস। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অহরহ কিয়াস করেছেন। তাই মাসআলা প্রমাণের ক্ষেত্রে কিয়াসের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

---

৩০. কিয়াসের আরকান (মৌলিক অংশগুলো) কী কী? প্রতিটি রুকন সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি আল-বাজদাবীর কিতাবের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ما هي أركان القياس؟ واشرح الشروط اللازمة لصحة كل ركن على ضوء كتاب البزدوي)

ভূমিকা:

কিয়াস একটি বিধিবদ্ধ আইনি প্রক্রিয়া। চাইলেই যে কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে বিধান দেওয়া যায় না। কিয়াস সঠিক বা সহীহ হওয়ার জন্য এর চারটি মূল স্তম্ভ বা 'রুকন' ঠিক থাকতে হয়। কোনো একটি রুকন বা তার শর্ত অনুপস্থিত থাকলে সেই কিয়াস বাতিল বা 'ফাসিদ' বলে গণ্য হবে।

কিয়াসের রুকন বা আরকান (أركان القياس):

কিয়াসের রুকন ৪টি:

১. আল-আসল (الأصل): মূল বিষয়, যার বিধান কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ আছে।

২. আল-ফার' (الفرع): শাখা বা নতুন বিষয়, যার বিধান বের করতে হবে।

৩. হুকুমুল আসল (حكم الأصل): মূল বিষয়ের বিধান (হালাল, হারাম, ওয়াজিব ইত্যাদি)।

৪. আল-ইল্লত (العلة): কারণ, যার জন্য মূল বিষয়ে ওই বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি রুকনের শর্তাবলি (شروط الأركان):

১. আল-আসল (মূল বিষয়)-এর শর্ত:

- আসলের বিধানটি অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।
- আসলটি নিজেই অন্য কোনো কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে চলবে না।

২. আল-ফার' (নতুন বিষয়)-এর শর্তঃ

- ফার'-এর নিজস্ব কোনো বিধান কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ থাকতে পারবে না। (যদি থাকে, তবে কিয়াসের দরকার নেই)।
- ফার'-এর মধ্যে আসলের সেই ইল্লত বা কারণটি পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকতে হবে।

৩. হুকুমুল আসল (মূল বিধান)-এর শর্তঃ

- বিধানটি মানসুখ (রহিত) হওয়া যাবে না।
- বিধানটি কেবল রাসূল (সা.)-এর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট হওয়া যাবে না।
- বিধানটি যুক্তির বাইরে (গাইরে মা'কুলিল মা'না) হওয়া যাবে না। যেমন—নামাজে হাসলে ওযু ভাঙ্গে। এটি যুক্তির বাইরের হুকুম, তাই এর ওপর কিয়াস করে অন্য কোথাও হাসলে ওযু ভাঙ্গার হুকুম দেওয়া যাবে না।

৪. আল-ইল্লত (কারণ)-এর শর্তঃ

- ইল্লতটি অবশ্যই শরীয়ত সমর্থিত হতে হবে, মনগড়া হলে হবে না।
- ইল্লতটি 'মুতা'আদ্দী' (সংক্রামক) হতে হবে। অর্থাৎ, যা আসল থেকে ফার'-এ স্থানান্তরিত হতে পারে। যা কেবল আসলের সাথেই সীমাবদ্ধ (কাসিরাহ), তার ওপর কিয়াস চলে না।
- ইল্লতটি স্পষ্ট (জহির) এবং নির্দিষ্ট (মুনদাবিত) হতে হবে।

উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণঃ

মদ (আসল) হারাম (হুকুম) কারণ এটি নেশা তৈরি করে (ইল্লত)। হিরোইন (ফার') ও হারাম, কারণ এটিও নেশা তৈরি করে।

এখানে—

- আসল: মদ।
- ফার': হিরোইন।
- হুকুম: হারাম।
- ইল্লত: নেশাগ্রস্ততা (ইসকার)।

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এই শর্তগুলো আরোপ করেছেন যাতে মানুষ দীনের নামে স্বেচ্ছাচারিতা করতে না পারে। এই শর্তগুলো পূরণ হলেই কেবল মুজতাহিদের কিয়াস শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

---

৩১. কিয়াসের প্রমাণ ও দলীল কী? যে সকল ইমাম কিয়াসকে শরীয়তের দলীল হিসেবে মানেন না, তাদের যুক্তি খণ্ডনের পদ্ধতি আল-বাজদাবী কীভাবে অবলম্বন করেছেন?

(ما هو دليل وإثبات القياس؟ وكيف اعتمد البزدوي منهج دحض حجج الأئمة الذين لا يعتبرون القياس دليلا شرعيا؟)

ভূমিকা:

কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়া নিয়ে উম্মতের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। জাহেরী সম্প্রদায় এবং মু'তাযিলাদের কিছু অংশ কিয়াসকে দলিল মানেন না। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং চার মাযহাবের ইমামগণ কিয়াসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে কিয়াসের পক্ষে অকাট্য দলিল পেশ করেছেন এবং বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন।

কিয়াসের বৈধতার প্রমাণ ও দলীল (أدلة مشروعية القياس):

১. আল-কুরআন:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" (সূরা হাশর: ২)

(অর্থ: অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! তোমরা শিক্ষা (কিয়াস) গ্রহণ কর।)

ইমাম বাজদাবী বলেন, এখানে 'ই'তিবার' শব্দের অর্থ হলো এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা বা কিয়াস করা।

২. আল-হাদিস:

বিখ্যাত হাদিসে মু'আয (রা.)। রাসূল (সা.) যখন মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ। রাসূল (সা.) বললেন, যদি না পাও? তিনি বললেন, সুন্নাহ। রাসূল (সা.) বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন:

"أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو"

(অর্থ: আমি আমার রায়ে ইজতিহাদ (কিয়াস) করব এবং এতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করব না।)

রাসূল (সা.) এই উত্তরে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন।

৩. ইজমা বা সাহাবীদের আমল:

সাহাবীগণ অসংখ্য মাসআলায় কিয়াস করেছেন। যেমন—হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচনের সময় তাঁরা নামাজের ইমামতির ওপর রাষ্ট্রের ইমামতিকে কিয়াস করেছিলেন।

বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন (الرد على المنكرين):

বিরোধীদের যুক্তি: জাহেরী সম্প্রদায় বলে, কুরআন পূর্ণাঙ্গ, তাই কিয়াসের দরকার নেই। তাছাড়া কিয়াস হলো 'যন্ন' (ধারণা), আর আল্লাহ বলেছেন, **"নিশ্চয়ই সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোনো কাজে আসে না।"**

ইমাম আল-বাজদাবীর খণ্ডন পদ্ধতি:

১. নসের সীমাবদ্ধতা: আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, কুরআনের শব্দ সীমিত, কিন্তু মানুষের কাজ অসীম। সীমিত শব্দ দিয়ে অসীম সমস্যার সমাধান কিয়াস ছাড়া অসম্ভব।

২. ধারণার ব্যাখ্যা: তিনি বলেন, সব ধারণা বা 'যন্ন' খারাপ নয়। আমল করার জন্য 'যন্নে গালিব' (প্রবল ধারণা) যথেষ্ট। যেমন—কেবলা না চিনলে প্রবল ধারণার ওপর নামাজ পড়া জায়েজ। কিয়াসও তেমনি একটি প্রবল ধারণা যা আমল ওয়াজিব করে।

৩. শয়তানের কিয়াস বনাম মুজতাহিদের কিয়াস: বিরোধীরা ইবলিসের কিয়াসের উদাহরণ দেয়। আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ইবলিস নস (আল্লাহর আদেশ) থাকার পরও কিয়াস করেছিল, তাই সে কাফের। কিন্তু আমরা নস না থাকলে কিয়াস করি, যা ইবাদত।

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াস শরীয়ত বহির্ভূত কিছু নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহরই এক ধরনের আমলযোগ্য ব্যাখ্যা।

---

৩২. কিয়াসের প্রকারভেদগুলো সবিস্তারে আলোচনা কর। কিয়াসুল জালি (প্রকাশ্য কিয়াস) এবং কিয়াসুল খফি (অপ্রকাশ্য কিয়াস)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ناقش بالتفصيل أنواع القياس - وما هو الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟)

ভূমিকা:

ইল্লত বা কারণের স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করে কিয়াসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এই প্রকারভেদগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা হানাফি ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কিয়াসের প্রকারভেদ (أنواع القياس):

কিয়াস প্রধানত দুই প্রকার:

১. কিয়াসুল জালি (القياس الجلي): প্রকাশ্য বা স্পষ্ট কিয়াস।

২. কিয়াসুল খফি (القياس الخفي): অপ্রকাশ্য বা সূক্ষ্ম কিয়াস (যাকে ইস্তিহসানও বলা হয়)।

১. কিয়াসুল জালি (প্রকাশ্য কিয়াস):

যে কিয়াসের ইল্লত বা কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য, তাকে কিয়াসুল জালি বলে। এতে মুজতাহিদের খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

- **উদাহরণ:** হাদিসে আছে, **"খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য কমবেশি করে বিক্রি করা সুদ।"** এখানে ইল্লত হলো 'খাদ্য হওয়া'। এখন কেউ যদি গমের বদলে চাউল কমবেশি করে বিক্রি করে, তবে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় এটাও সুদ হবে।

২. কিয়াসুল খফি (অপ্রকাশ্য কিয়াস):

যে কিয়াসের ইল্লত বা কারণটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, বরং গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর বের করতে হয়, তাকে কিয়াসুল খফি বলে। হানাফি পরিভাষায় একেই মূলত 'ইস্তিহসান' (الاستحسان) বলা হয়।

- **উদাহরণ:** শিকারি পাখির গোশত খাওয়া হারাম। এখন কিয়াসুল জালি বলে, কাক যেহেতু শিকারি নয়, তাই তা হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু কিয়াসুল খফি বা ইস্তিহসান বলে, কাক নোংরা ভক্ষণ করে, তাই এটিও হারাম বা মাকরূহ।

পার্থক্য: কিয়াসুল জালি বনাম কিয়াসুল খফি

পার্থক্যের বিষয়	কিয়াসুল জালি (الجلي)	কিয়াসুল খফি (الخفي)
সংজ্ঞা	যার ইল্লত সুস্পষ্ট ও দ্রুত বোধগম্য।	যার ইল্লত সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তাসাপেক্ষ।
অন্য নাম	সাধারণ কিয়াস।	ইস্তিহসান (অধিকাংশ ক্ষেত্রে)।
প্রাধান্য	সাধারণ অবস্থায় এটিই গ্রহণ করা হয়।	সংঘর্ষ হলে হানাফীদের মতে এটি কিয়াসুল জালি থেকে উত্তম।
বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর	সাধারণ বুদ্ধি খাটালেই বোঝা যায়।	গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়।

হানাফি মাযহাবে প্রাধান্য:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, যখন কিয়াসুল জালি এবং কিয়াসুল খফির মধ্যে বিরোধ হয়, তখন হানাফি মাযহাবে কিয়াসুল খফি বা ইস্তিহসানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ, কিয়াসুল খফি যদিও সূক্ষ্ম, কিন্তু এটি শরীয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যের অধিক নিকটবর্তী এবং মানুষের জন্য সহজতর।

উপসংহার:

কিয়াসুল জালি এবং খফির এই বিভাজন হানাফি ফিকহকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এটি প্রমাণ করে যে, ফিকহ কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্য নয়, বরং অভ্যন্তরীণ হিকমতের ওপরও নির্ভরশীল।

---

৩৩. কিয়াসের জন্য “ইল্লত” (কারণ)-এর ভূমিকা কী? ইল্লত আবিষ্কারের (ইস্তিনবাতুল ইল্লা) পদ্ধতি ও এর প্রকারভেদগুলো ব্যাখ্যা কর।

(ما هو دور "العلة" للقياس؟ واشرح طريقة "إستنباط العلة" وأنواعها)

ভূমিকা:

কিয়াসের প্রাণ হলো ‘ইল্লত’ বা কারণ। ইল্লত ছাড়া কিয়াস কল্পনাও করা যায় না। আসলের হুকুম কেন ফার’-এর ওপর আরোপিত হবে, তার একমাত্র যোগসূত্র হলো এই ইল্লত। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) ইল্লত নির্ণয়ের পদ্ধতি বা ‘ইস্তিনবাতুল ইল্লা’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কিয়াসের জন্য ইল্লতের ভূমিকা (دور العلة):

১. সেতুবন্ধন: ইল্লত হলো আসল (মূল) এবং ফার’ (শাখা)-এর মধ্যে সংযোগকারী সেতু।

২. বিধানের ভিত্তি: শরীয়তের বিধান ইল্লতের ওপর আবর্তিত হয়। "আল-হুকমু ইয়া দুরু মা‘আল ইল্লাতি" (ইল্লত যেখানে, হুকুমও সেখানে)।

৩. প্রসারতা: ইল্লতের কারণেই একটি বিধান এক বস্তু থেকে হাজারো বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে।

ইল্লত আবিষ্কারের পদ্ধতি বা প্রকারভেদ (أنواع وطرق استنباط العلة):

ইল্লত কীভাবে জানা যায়, তার ওপর ভিত্তি করে একে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. ইল্লত মানসুসা (العلة المنصوصة):

যে ইল্লতের কথা সরাসরি কুরআন বা হাদিসের শব্দে (নস) উল্লেখ আছে। এখানে মুজতাহিদের কষ্ট করতে হয় না।

- **উদাহরণ:** হাদিসে বলা হয়েছে, বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়, **"কারণ সে তোমাদের আশেপাশে ঘূর্ণায়মান (তাওয়াফুন) প্রাণী।"** এখানে 'ঘূর্ণায়মান হওয়া' হলো ইল্লত।

২. ইল্লত মুস্তামবাতা (العلة المستنبطة):

যে ইল্লত নসে সরাসরি বলা নেই, কিন্তু মুজতাহিদ গবেষণার মাধ্যমে বের করেন। এর পদ্ধতিগুলোকে 'মাসালিকুল ইল্লা' বলা হয়। এর কিছু পদ্ধতি হলো:

- **আল-মুনাসাবাহ (المناسبة):** বিধান এবং কারণের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক থাকা। যেমন—মদ হারাম হওয়ার উপযুক্ত কারণ 'নেশা', 'রঙ' নয়।
- **আস-সাবর ওয়াত-তাকসীম (السبر والتقسيم):** যাচাই-বাছাই ও বাতিলকরণ পদ্ধতি। মুজতাহিদ সম্ভাব্য সব কারণ তালিকা করেন এবং একে একে ভুলগুলো বাদ দিয়ে সঠিকটি রাখেন।

৩. ইল্লত ইজমাঈয়া (العلة الإجماعية):

যে ইল্লতের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন—নাবালেগের মালের ওপর তার অভিভাবকত্বের ইল্লত হলো 'কম বয়স', এ ব্যাপারে সবাই একমত।

আল-বাজদাবীর দৃষ্টিভঙ্গি:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, ইল্লত মুস্তামবাতা (গবেষণালব্ধ কারণ) অবশ্যই শরীয়তের মেজাজের সাথে মিলতে হবে। মুজতাহিদ চাইলেই নিজের মনমতো কোনো কারণ দাঁড় করাতে পারেন না। ইল্লতকে অবশ্যই 'মুনদাবিত' (সুনির্দিষ্ট) হতে হবে, যা দিয়ে হুকুম মাপা যায়।

উপসংহার:

'ইস্তিনবাতুল ইল্লা' হলো ফকীহের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও যোগ্যতার পরীক্ষা। ইমাম আল-বাজদাবীর মতে, সঠিক ইল্লত নির্ণয় করতে পারলেই সঠিক কিয়াস করা সম্ভব।

---

৩৪. কিয়াস কখন "ফাসিদ" (ত্রুটিপূর্ণ) বলে গণ্য হয়? আল-বাজদাবীর কিতাবে কিয়াসের ত্রুটি (মুফসিদাতুল কিয়াস) নিয়ে কী আলোচনা করা হয়েছে?
(متى يعتبر القياس "فاسدا"؟ وما هي المناقشة حول "مفسدات القياس" في كتاب البزدوي؟)

ভূমিকা:

সকল তুলনা বা কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। যে কিয়াসে শরীয়তের নির্ধারিত শর্তাবলি পাওয়া যায় না, তাকে 'কিয়াস ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ কিয়াস) বলা হয়। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) মুফসিদাতুল কিয়াস বা কিয়াস নষ্টকারী বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক করেছেন।

কিয়াস ফাসিদ হওয়ার কারণসমূহ (مفسدات القياس):

১. নস বা ইজমার বিরোধী হওয়া (مخالفة النص أو الإجماع):

এটি সবচেয়ে বড় ত্রুটি। যদি কোনো কিয়াস কুরআন, সহীহ হাদিস বা ইজমার সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়, তবে তা বাতিল বা 'ফাসিদ' হবে। একে "কিয়াস মা'আল ফারিফ" (পার্থক্যসহ কিয়াস) বা বাতিল কিয়াস বলা হয়।

- **উদাহরণ:** কেউ কিয়াস করল যে, মুসাফির নামাজ অর্ধেক পড়ে, তাই রোজাও অর্ধেক রাখবে। এই কিয়াস ফাসিদ, কারণ হাদিসে রোজা ছাড়ার বা পুরো রাখার কথা আছে, অর্ধেক রাখার কথা নেই।

২. আসলের ইল্লত ফার'-এ না থাকা:

মূল বিষয়ের কারণটি যদি নতুন বিষয়ের মধ্যে না থাকে, তবে কিয়াস ফাসিদ হবে।

- **উদাহরণঃ** ঘোড়ার গোশতকে গাধার গোশতের ওপর কিয়াস করে হারাম বলা। এটি ফাসিদ, কারণ গাধার ওপর সওয়ার হওয়া ছাড়া উপায় নেই (জরুরত), কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে তা নেই। ইল্লত এক নয়।

৩. ইল্লত কাসিরাহ হওয়া (العلة القاصرة):

যে ইল্লত কেবল আসলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, তার ওপর কিয়াস করা ফাসিদ।

- **উদাহরণঃ** কেউ বলল, সোনা ও রুপায় সুদ হয় কারণ এগুলো 'মুদ্রা' (সামান)। কিন্তু হানাফি মতে ইল্লত হলো 'ওজন করা'। যদি 'মুদ্রা' ইল্লত ধরা হয়, তবে তা কেবল সোনা-রুপায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায় (প্রাচীনকালে)।

৪. আসলের হুকুমটি কিয়াস বিরোধী হওয়াঃ

যদি মূল মাসআলাটিই যুক্তির বাইরে (গাইরে মা'কুল) হয়, তবে তার ওপর কিয়াস করা যাবে না।

- **উদাহরণঃ** নামাজের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসলে ওযু ভাঙ্গে। এটি কেবল নামাজের জন্য খাস। একে জানাযার নামাজের ওপর কিয়াস করা যাবে না।

আল-বাজদাবীর সতর্কবাণীঃ

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, কিয়াস ফাসিদ হলো শয়তানের ধোঁকা। দ্বীনের মধ্যে নিজস্ব মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকে ফাসিদ কিয়াসের আশ্রয় নেয়। মুজতাহিদকে এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

উপসংহারঃ

সঠিক কিয়াস হলো রহমত, আর ফাসিদ কিয়াস হলো গোমরাহী। নসের মোকাবেলায় কিয়াস করা হলো ফাসিদ কিয়াসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

---

৩৫. কিয়াসের ক্ষেত্রে ইজমার প্রাধান্য কতটুকু? কিয়াস ও ইজমার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে?

(ما هو مدى أولوية الإجماع على القياس؟ وإذا وقع تعارض بين القياس والإجماع، فأيهما يقدم؟)

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহের দলিলের ক্রমধারায় ইজমার স্থান তৃতীয় এবং কিয়াসের স্থান চতুর্থ। এই ক্রমধারা থেকেই বোঝা যায় যে, ইজমার শক্তি কিয়াসের চেয়ে বেশি। ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) এই অগ্রাধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

ইজমার প্রাধান্য (أولوية الإجماع):

ইজমা হলো 'হুজ্জাতুন কাতিয়া' (অকাট্য দলিল) বা নিশ্চিত প্রমাণ। পক্ষান্তরে কিয়াস হলো 'হুজ্জাতুন যন্নিয়া' (ধারণামূলক দলিল)। নিশ্চিত প্রমাণের সামনে ধারণামূলক প্রমাণ কখনই টিকতে পারে না। তাই সর্বাবস্থায় কিয়াসের ওপর ইজমা প্রাধান্য পাবে।

বিরোধের ক্ষেত্রে সমাধান (حكم التعارض):

যদি কোনো বিষয়ে মুজতাহিদের কিয়াস এক কথা বলে, কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমদের ইজমা অন্য কথা বলে, তবে:

১. কিয়াস বাতিল হবে: ইজমার বিপরীত কিয়াসকে 'কিয়াস ফাসিদ' বলে গণ্য করা হবে।

২. ইজমার অনুসরণ ওয়াজিব: ইজমার ওপর আমল করা আবশ্যক হবে, নিজের যুক্তি বা কিয়াস যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন।

উদাহরণ:

- **ইস্তিঞ্জা (শৌচকার্য):** কিয়াস বা যুক্তি বলে, পাথর বা ঢিলা দিয়ে নাপাকি মুছলে দাগ থেকে যায়, তাই পানি ছাড়া পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু সাহাবী ও উম্মতের **ইজমা** আছে যে, পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করলেও পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং নামাজ সহীহ হয়।

- **ফয়সালা:** এখানে কিয়াস পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ইজমার কারণে ঢিলা ব্যবহার জায়েজ সাব্যস্ত হয়েছে।

ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম):

কখনও কখনও মনে হতে পারে যে কিয়াস ইজমার বিরোধী, কিন্তু আসলে তা নয়। সেটি মূলত ভিন্ন কোনো পরিস্থিতির মাসআলা। তবে প্রকৃত বিরোধ হলে ইজমা বিজয়ী হবে।

কেন ইজমা অগ্রগামী?

- ইজমা ভুল হওয়া অসম্ভব (রাসূলের হাদিস অনুযায়ী)।
- কিয়াস ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে (কারণ এটি মানুষের ইজতিহাদ)।
- যা ভুলের ঊর্ধ্বে, তা অবশ্যই ভুলের সম্ভাবনাময় জিনিসের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

উপসংহার:

ইমাম আল-বাজদাবী (রহ.) বলেন, কিয়াস ততক্ষণই দলিল, যতক্ষণ তা কিতাব, সুন্নাহ বা ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। ইজমার দেয়াল ভেদ করার ক্ষমতা কিয়াসের নেই। সুতরাং, কিয়াস ও ইজমার বিরোধে ইজমা-ই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী।